MAR. 0 4 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

ছাত্র আন্দোলনের মুখে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে ভিসি ও রেজিস্ট্রার গেছেন সুন্দরবনে বিলাস ভ্রমণে

খুলনা ব্যুরো ঃ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নিয়োগের কর্তাব্যক্তি দু'জনের চরম অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির কারণে উত্তেজিত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ন্যায্য দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনি ভিসি ও ট্রেজারার তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে গতকাল সুন্দরবনে গেছেন বিলাস ভ্রমণে।

পরিস্থিতির কোন সমাধান না হওয়ায় কোনভাবে সামাল দিয়ে বিলাস ভ্রমণে যেতে গত বৃহস্পতিবারে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাচ্ছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে উত্তপ্ত রেখে সরকারের রাজনৈতিক নিয়োগকৃত দু'কর্মকর্তা ভিসি ও ট্রেজারার এ সময়ে বিলাস ভ্রমণে সুন্দরবনে যাওয়া নগরীর জনতাকে ও অভিভাবকসহ সকল শ্রেণীর নাগরিকদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, কেন হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত রেখে সমাধান না করে ছুটি দিয়ে তারা সুন্দরবন গেলেন?

তাহলে কি রাজনৈতিক নিয়োগের কর্মকর্তারা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয়করণ করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সেশনজটের আবর্তে ফেলে দেশের সেরা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাচ্ছেন?

আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা আলোচনায় সর্বশেষ রাজনৈতিক নিয়োগকৃত খুলনা আওয়ামী লীগের নেতা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার সর্দার আব্দুর রাজ্জাকসহ ৬ জন দলীয় নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অপসারণ দাবী করায় ভিসি তা মেনে নেয়নি। কারণ ভিসিও সরকারের রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত।

ছাত্র-ছাত্রীরা ইনকিলাবকে জানান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হচ্ছেন ট্রেজারার। ভিসিও ট্রেজারার ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। ফলে বছরখানেক আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দেড় শতাধিক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা সকলেই প্রায় দলীয় এবং দলের প্রভাবশালীদের আত্মীয়। মূলত নিয়োগে দরীয়করণ করা হয়েছে। যার বিরুদ্ধে পূর্বের কর্মকর্তারা ও কর্মচারীরা প্রতিবাদ করে প্রশাসনের রোষানলে পড়েন। যে সকল শিক্ষকরাও প্রতিবাদ করেছিলেন তারাও অনেক হুমকি-ধমকির সম্মুখীন হন।